তারিখ ..21 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ..[illegible].. কলাম ..[illegible]..

কালের কণ্ঠ

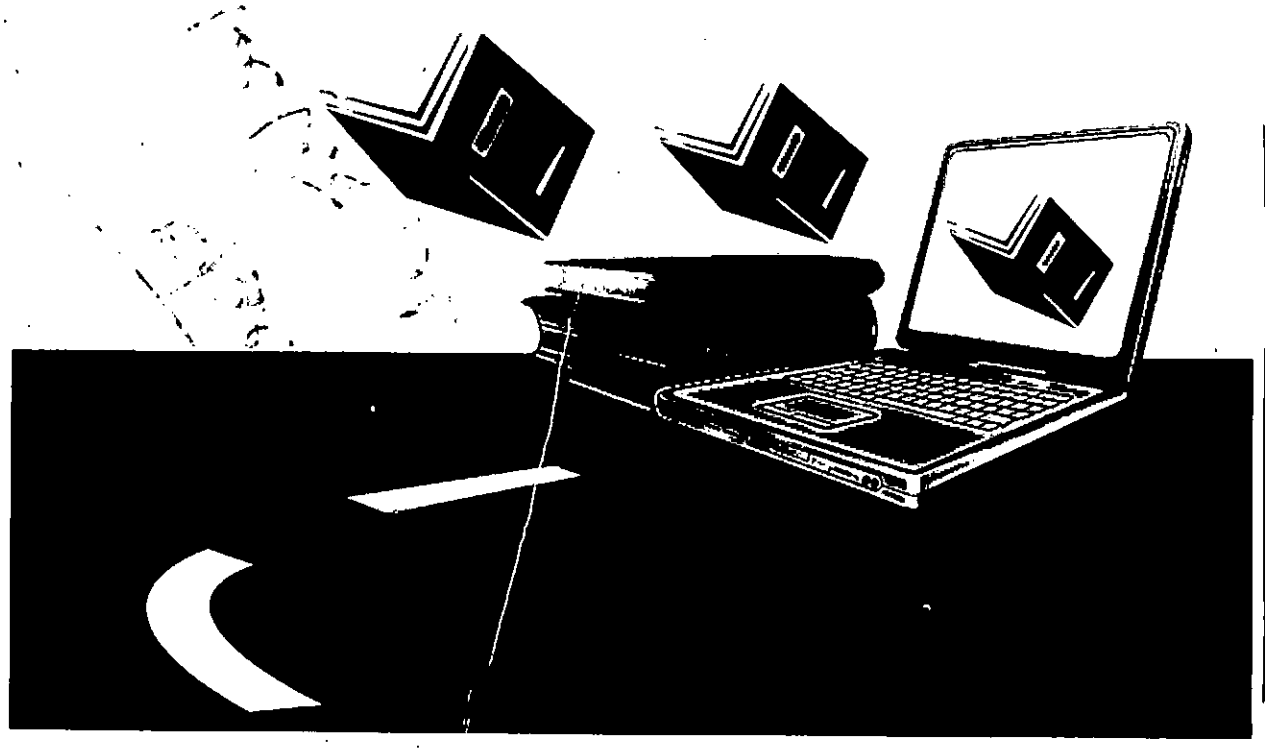

মোস্তাফা জব্বার

কাগজের বইকে বিদায়

ডিজিটাল ক্লাসরুম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক হয়ে গেছে। এ জন্য একটি ল্যাপটপ পিসি এবং একটি বড় পর্দার টিভি বা একটি প্রজেক্টর বা একটি ডিজিটাল বোর্ড হলেই হবে। বাংলাদেশের কথা বিবেচনা করলে বড় পর্দার টিভি মনিটরকেই আমার কাছে উপযোগী মনে হয়। এর বাড়তি সুবিধা হলো যে এতে টিভি সম্প্রচারও সরাসরি দেখা যাবে। এটি টেকসই, মেরামত করা সহজ এবং সবারই পরিচিত। ল্যাপটপের বদলে ট্যাবলেট বা ডেস্কটপ পিসিও ব্যবহার করা যায়। তবে আমার পছন্দ নেটবুক-ট্যাব

খুব পেছনের কথা উল্লেখ করার দরকার নেই। বলার দরকার নেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা। বছরের পর বছর আমরা এসব কথা বলে আসছি। এটাও স্মরণ করাতে চাই না যে ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমি গাজীপুরে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গড়ে তুলেছিলাম। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার কথা বলতে চাই। ১ জানুয়ারি ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনা মূল্যের বই বিতরণ করার সময় বলেছিলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা একদিন ল্যাপটপ হাতে নিয়ে স্কুলে যাবে। গরিব দেশের সাহসী প্রধানমন্ত্রীর কী অসাধারণ ইচ্ছা!

অন্যদিকে গত ৬ আগস্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে উৎপাদিত ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর ঘোষণা দিয়েছেন। সেদিন তিনি বলেছেন, আমরা কেবল কম্পিউটার উৎপাদন করব না, রপ্তানিও করব। সেদিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভার ৭.১, ৭.৩ ও ৭.৫ সংখ্যক সিদ্ধান্তে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে যথাক্রমে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

৭.১-এ বলা হয়েছে, 'পর্যায়ক্রমে সব পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করতে হবে। ৭.৩-এ বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং তার সক্রিয়ভাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। ৭.৫-এ বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষার্থীর হাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।'

২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে প্রয়াস চালিয়ে আসছে, তাতে আমি মোট তিনটি স্তম্ভকে চিহ্নিত করে এসেছি। প্রথম স্তম্ভটিই ডিজিটাল সরকার। আমি মনে করি, সরকারকে ডিজিটাল করতে না পারলে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার প্রশ্নই নেই। তবে আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরের স্তর–জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার কথা বলছি, তখন সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের চেয়েও জরুরি হচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষা। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানেই জ্ঞানকর্মীর প্রতুলতা। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি প্রবাসী ভারতীয়দের এক সমাবেশে বলেছেন, আপনাদের শক্তির নাম আঙুল। এই আঙুল দিয়ে আপনারা দুনিয়া জয় করছেন। মোদির এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি জানেন যে তাঁর দেশের লোকজন আঙুল দিয়েই যুক্তরাষ্ট্র জয় করে চলেছে। আমরা যদি আমাদের দেশটাকেও সেই সমৃদ্ধির সোপানে নিতে চাই, তবে আমাদের সন্তানদেরও আঙুল ব্যবহার করার জন্য দক্ষ করতে হবে। আঙুলের ওপর এই শক্তির বিষয়টি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও জানেন। বাংলাদেশের শীর্ষ স্তরের রাজনীতিকদের মধ্যে তিনি ছাড়া এমনকি তাঁর দলেরও কেউ বিষয়টি উপলব্ধি করেননি। এ জন্যই তিনি শিক্ষার কথা সবচেয়ে বেশি বলেন। সারা দেশ যখন কাগজের বই বিতরণের আনন্দে মশগুল, তখন তিনি ছেলেমেয়েদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস দিতে প্রত্যয় ঘোষণা করেন। তিনিই জানেন, কেবল শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরই এই জাতির সেই দরজাটা খুলে দিতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত ও প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে ডিজিটাল পাঠশালা গড়ে তোলা প্রয়োজন। শত শত বছরের পুরনো এই পাঠদান পদ্ধতি বদলাতে হলে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু করতে হবে, যা সম্ভবত এর আগে করা হয়নি। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

একটি ডিজিটাল স্কুল গড়ার জন্য যে কয়টি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে সেগুলো হলো : ক) ডিজিটাল ক্লাসরুম, খ) ডিজিটাল কনটেন্ট, গ) ডিজিটাল ডিভাইস এবং ঘ) ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানে সক্ষম শিক্ষক।

এর বাইরেও একটি বড় কাজ হচ্ছে, ডিজিটাল যুগের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি করা। সবগুলো কাজ রাষ্ট্রীয় হলেও পাঠ্যক্রমের কাজটি বিশেষজ্ঞ স্তরের। দুনিয়ার কোথাও পাঠ্যক্রম যে কেউ তৈরি করতে পারে না। বাংলাদেশে এই কাজটি জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড করে থাকে। এই কাজটি তাদেরই করা উচিত। ৭ অক্টোবর ২০১৫ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে যে সরকার ষষ্ঠ শ্রেণির ২৫ লাখ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনসিটিবি ও মাদ্রাসা বোর্ড এ বিষয়ক কনটেন্ট তৈরি করছে এবং সামনের মাসেই এসব কনটেন্ট তৈরি হয়ে যাবে। তবে ২৫ লাখ ট্যাবের দাতা খোঁজা হচ্ছে। অনেক আশা নিয়ে খবরটি পাঠ করেও সংশয় দূর করাতে পারছি না। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ১০০ দিনেরও কম সময় থাকতে সরকার যদি ২৫ লাখ ট্যাবের দাতা খুঁজতে থাকে, তবে ছাত্রছাত্রীরা সেই ট্যাব আদৌ হাতে পাবে কি না সেটি জানি না। এই ট্যাবগুলো কী ধরনের হবে, তাতে কোন অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, সেটিও নিশ্চিত করে বলা হয়নি। অন্যদিকে ট্যাব আর কনটেন্ট হলেই যে শিক্ষা ডিজিটাল হবে না, সেটি অন্তত শিক্ষাসচিব মহোদয়ের বোঝা উচিত। প্রাসঙ্গিক কাজগুলো যদি একই সঙ্গে করা না হয়, তবে এসব সিদ্ধান্ত কাগজেই থেকে যাবে।

যা হোক, আমরা এই পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

ক) ডিজিটাল ক্লাসরুম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক হয়ে গেছে। এ জন্য একটি ল্যাপটপ পিসি এবং একটি বড় পর্দার টিভি বা একটি প্রজেক্টর বা একটি ডিজিটাল বোর্ড হলেই হবে। বাংলাদেশের কথা বিবেচনা করলে বড় পর্দার টিভি মনিটরকেই আমার কাছে উপযোগী মনে হয়। এর বাড়তি সুবিধা হলো যে এতে টিভি সম্প্রচারও সরাসরি দেখা যাবে। এটি টেকসই, মেরামত করা সহজ এবং সবারই পরিচিত। ল্যাপটপের বদলে ট্যাবলেট বা ডেস্কটপ পিসিও ব্যবহার করা যায়। তবে আমার পছন্দ নেটবুক-ট্যাব। এই যন্ত্র একদিকে ল্যাপটপ এবং অন্যদিকে ট্যাব।

খ) ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়টি পেশাদারিত্বের কাজ। এই কাজ বস্তুত হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে শিক্ষার কনটেন্ট হিসেবে যা পাওয়া যায়, সেগুলোর দু-একটি বাদে সবই শৌখিন টাইপের। শিক্ষকদের তৈরি করা কনটেন্ট ক্লাসরুমে সহায়ক হতে পারে। আমরা বিজয় শিশু শিক্ষা, বিজয় শিশু শিক্ষা ১-২, বিজয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা-১ এবং বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা-২ পেশাদারিভাবে তৈরি করেছি। এসব সফটওয়্যার দিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণি থেকে ওপরের ক্লাসগুলোর জন্য সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে অন্য সব সহযোগী বিষয়েরও সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। ক্লাসরুমভিত্তিক ডিজিটাল ভিডিও সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গ) ডিজিটাল ডিভাইসের বিষয়টি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি নিজে মনে করি, এই ডিভাইসটি হতে পারে ট্যাবলেট পিসি। ছোট ক্লাসের জন্য কম ওজনের ৭ ইঞ্চি এবং বড় ক্লাসের জন্য সর্বোচ্চ ১০ ইঞ্চি ট্যাব ব্যবহার করা যায়। এই ডিভাইসটিতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ও মাইক্রোসফট অফিস থাকতে হবে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, স্কুলে উইন্ডোজ ও অফিস পাঠ্য রয়েছে। এটি দিয়েই ওরা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ও শিখবে। এতে ওয়াই-ফাই থাকবে। প্রতিটি সাইজের একাধিক মডেল থাকতে পারে। একটু দামিটাতে সিমও থাকবে। দাম সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা হতে পারে। একটি কিবোর্ডও এর সঙ্গে থাকতে হবে। যন্ত্রটি কোনোভাবেই ভঙ্গুর হবে না। ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহার করবে বিধায় এর কাঠামো শক্ত হতে হবে।

ঘ) এই প্রকল্পের কঠিনতম কাজটি হচ্ছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। এ জন্য যে ক্লাসে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হবে, সেই ক্লাসের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে কম্পিউটার চালানো শেখাতে হবে। কম্পিউটার অফ-অন করা, ওয়ার্ড-পাওয়ার পয়েন্ট-এক্সেল চালাতে জানা। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানা, মেইল, ফেসবুক চালাতে জানা এবং শিক্ষামূলক সফটওয়্যার যেমন–বিজয় শিশু শিক্ষা-বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা চালাতে জানা।

আমার এই ভাবনাগুলো যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করছিলাম, তখনই একটি জাতীয় দৈনিক ২ অক্টোবর এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করে। খবরটি এ রকম–

'আলোচিত ল্যাপটপ দোয়েল এবার আসছে ট্যাব হয়ে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের পুরোটাই এ ট্যাবে থাকবে ডিজিটাল ফরম্যাটে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এ ট্যাব বাজারে আসবে বলে আশা করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

খবরটিতে প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার পাশাপাশি আমার সঙ্গে কথা বলারও উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়। যদিও আমার সব কথাই এতে বলা হয়নি এবং প্রকল্পের স্বার্থেই সব তথ্য প্রকাশ করাও সমীচীন নয়।

সরকার টেশিস থেকে ট্যাব কিনে শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বিতরণ করতে পারে। ২০১৬ সালের শুরুতে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে এই ট্যাব বিতরণ করার বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গেলে পরের বছর আরো বড় পরিসরে অধিক সংখ্যায় এই ট্যাব উৎপাদন করা হতে পারে।

আমাকে উদ্ধৃত করে ওই খবরে বলা হয়েছে 'খোলাবাজারেও এই ট্যাব বিক্রি করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দাম হতে পারে সাত হাজার টাকা। কারণ এই ট্যাবে থাকবে লাইসেন্সসহ উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম, অফিস সফটওয়্যার এবং অ্যাডোবি ফটোশপ। এ ছাড়া প্রসেসর, মাদারবোর্ডসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রেও উন্নত মান রক্ষা করা হবে। ট্যাবলেটটি আট থেকে ১০ ইঞ্চি পর্দার হতে পারে। তিনি বলেন, এই ট্যাব হবে মূলত ছোট পরিপূর্ণ কম্পিউটার। এটাকে নেটবুকও বলা যেতে পারে। যেখানে সাধারণ কম্পিউটিং সিস্টেমের প্রায় সব কাজই করা যাবে। তা ছাড়া পাঠ্যপুস্তকে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম পড়ানো হচ্ছে। এ কারণে উইন্ডোজ ব্যবহারের বিকল্প নেই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কনটেন্ট এরই মধ্যে তৈরি করা আছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, এর আগে দোয়েলের ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা ছিল তা যেন না থাকে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ট্যাবলেটটির যন্ত্রাংশের যথাযথ মান নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন।'

স্পষ্টতই বলে রাখা ভালো, কখনো কোনো সফটওয়্যারের আলফা-বেটা, আরসি সংস্করণের ওপর পুরো আস্থা রাখতে নেই। এ খবরটিও আলফা সংস্করণ। প্রকৃত তথ্যাদি মূল ঘটনাটি ঘটার সময়ই জানা যাবে। তবে এটি সত্য যে এমন একটি ধারণা নিয়ে আমরা কাজ করছি। সব কিছু ঠিকমতো অগ্রসর হলে আমরা ২০১৬ সালকে বাংলাদেশে ডিজিটাল ক্লাসরুমের স্বপ্নপূরণের সময় হিসেবে দেখতে পারব।

খুব সহজেই এটি অনুধাবন করা যেতে পারে যে ডিজিটাল স্কুল গড়ে তোলার জন্য আমি যা ভাবছিলাম, তার পেছনে সরকারের কোনো কোনো অংশের কিছু চিন্তাভাবনার সমিলতা রয়েছে। টেলিকম বিভাগ যেমন করে ডিজিটাল ডিভাইসের বিষয়টি নিয়ে ভাবছে, তেমনি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল ক্লাসরুম অবধি নেওয়ার কথাও ভাবছে। আমরা এটি প্রত্যাশা করব, সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে।

আমার নিজের দিক থেকে এটি সত্যি সত্যি একটি স্বপ্ন যে আমি পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই বদলাতে চাই।'

লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, সাংবাদিক
mustafajabbar@gmail.com